দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

## পরীক্ষায় নকল ও তার প্রতিকার

কয়েকদিন হোল দেশের চারটি মেডিক্যাল কলেজে এম,বি,বি,এস লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বাকি মেডিক্যাল কলেজগুলোর পরীক্ষা হয়ে গেছে বা হতে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোর মত এখানেও দেদার নকল হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দান ফটো-কপিয়ার নকলের শ্রমকে আরও লাঘব করেছে। ছেলেমেয়েরা ফটোকপি করা এই নকলগুলো বেঁধে নিয়ে যায় পরীক্ষার হলে। পরীক্ষা শুরু হলে পরীক্ষার্থীকে পানি খাওয়াতে আসে আয়া বা দারোয়ান। তার হাত দিয়ে ক্যান্টিনে চলে যায় প্রশ্নগুলো। সেখানে ইন্টার্নী থেকে শুরু করে প্রথম বর্ষের ছাত্র পর্যন্ত তৈরী থাকে প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতে। লেখা হয়ে গেলে উত্তরটি চলে আসে ছাত্রটির কাছে একইভাবে অথবা ছেলেটি বাথরুম থেকে উত্তরের কাগজ নিয়ে আসে। অনেক সময় এরা নকল করে অধ্যাপকের সামনেই। কখনওবা জুনিয়র ইনভেজিলেটরদের সহায়তায়ই চলে নকল। স্যাররাও প্রাইভেট প্র্যাক্টিস নষ্টের ভয়ে নকল ধরতে সাহস করছেন না।

পরীক্ষার হলে নকল আজ আশংকাজনক হারে বেড়েছে। অসুবিধায় পড়ছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। আর নকলের উপর নির্ভরশীলতা অনেক ছাত্রছাত্রীর কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,বি,বি,এস পরীক্ষায় এক বিষয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করতে পারেনি লিখিত পরীক্ষায়ই।

তাই এই মারাত্মক ব্যাধি নকলের হাত থেকে শিক্ষাকে, ছাত্রকে তথা আগামী নাগরিককে বাঁচানোর জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার। ছেলেদের যখন এতোই বই দেখে লেখার সখ তখন বইকে জায়েজ করে দিন না? যেমন বি,সি,এস-এর ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় বই নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়। পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন যাতে একজনের লেখা দেখে আরেকজন লেখার সময় না পায়। যে অনেকগুলো বই পড়ে উত্তর লিখবে তার খাতার পার্থক্যতো সবসময়ই পাওয়া যায়। আর সেই সাথে সাথে গাইড বই বা নোট বইয়ের উপর ছাত্রছাত্রীদের নির্ভরশীলতা কমবে।

—মুর্শেদ হোসেন
বাড়ি নং ৮৬, সড়ক-৫
ব্লক-এ, সেকশন-১২
মীরপুর, ঢাকা।

65